দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28. JAN 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

বই পড়ায় বই উপহার

আলোকিত মানুষ গড়তে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে শতাধিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে বই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মাঘের শীতকে উপেক্ষা করে সকালেই হাজার শিক্ষার্থী জড়ো হতে থাকেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানে একঝাঁক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির দুইদিনের পুরস্কার বিতরণ উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। উৎসবের তিন পর্বে ১১১টি স্কুলের মোট ৫ হাজার ৬৯৮ জন শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কারের বই তুলে দেয়া হবে।

গতকাল শুক্রবার সকালে প্রথম পর্বে ৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ১ হাজার ৯৯৪ জন শিক্ষার্থীকে বই পুরস্কার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে পুরস্কার গ্রহণ করে ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী। পুরস্কার বিতরণী উৎসবের দ্বিতীয় দিন আজ শনিবার বিকাল ৩টায় রাজধানীর আরও ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ৮৫৭ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের ঢাকা মহানগরীর স্কুল পর্যায়ের ২০১৬ সালের শিক্ষার্থীদের বই পড়া কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, মানুষ জন্মেছে প্রাণী হয়ে। সেটা এক ধরনের মানুষ। আর এক ধরনের মানুষ হচ্ছে বিকশিত মানুষ। মানুষের বিকাশের জন্য কেবল বই পড়লেই হবে। কারণ যে বই পড়ে, সে কবিতাও পড়ে, গান শোনে, চিত্রকলা বোঝে। পূর্ণিমার আলো, নীল আকাশ সবই বোঝে।

উৎসব উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন-সংলগ্ন মাঠে বসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মিলনমেলা। উৎসবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০১৬ সালের বই পড়া কর্মসূচিতে ঢাকা মহানগর এলাকার মোট ২০ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। এ বছর সারাদেশে সব কর্মসূচি মিলিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মোট পাঠক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ। এর মধ্যে ২৩ লাখই বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। উদ্বোধনী পর্বে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, 'এই বয়সে তোমরা যে বই-ই পড়বে, ভবিষ্যতে সেটা কোনো না কোনো কাজে লাগবে।

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আমার ধারণা, এর থেকে সুন্দর অনুষ্ঠান পৃথিবীতে আর একটাও নেই। কারণ এখান থেকে পুরস্কার না পেয়ে কেউ মন খারাপ করে বাড়ি ফেরে না। কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন শিক্ষার্থীদের আরও বেশি বই পড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বই হলো আলোর কারখানা। তোমরা যারা বই পড় তারাই আগামী দিনের বাংলাদেশ। কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক বলেন, জীবন হলো সংগীত। জীবন হলো নাটক। জীবন হলো সাহিত্য। সবচেয়ে বড় কথা, জীবন হলো মানুষ। আর বই মানুষকে স্বপ্ন বুনতে শেখায়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রকৌশলী রফিক উদ্দিন বলেন, তোমরা সৌভাগ্যবান যে, বই পড়ার জন্য তোমাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। আমাদের অভিভাবকেরা এ জন্য আমাদের তিরস্কার করতেন। উৎসবের পৃষ্ঠপোষক গ্রামীণফোন লিমিটেডের অ্যাফিং হেড অব কমিউনিকেশন তালাত কামাল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে অভিহিত করেন একটা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তার মতে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভাসিত করছে। আরও উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব খায়রুল আলম সবুজ, উৎসবের উদ্বোধনী পর্বে সূচনা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের পরিচালক শরীফ মোহাম্মদ মাসুদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রের ডেপুটি টিম লিডার (প্রোগ্রাম) মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ সুমন।